এবং তাঁহার হৃদ্‌রোগ কাম আশু বিনষ্ট হয়।" কামক্রীড়ার কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে কাহারও কাম প্রশমিত হইতে পারে না। তাই শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেই জানা যায়, ব্রজদেবীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে।

ব্রজ-গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার শ্রোতা এবং বক্তা কে, তাহা বিবেচনা করিলেও উক্ত লীলাকথার স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। শ্রোতা হইতেছেন—মহারাজ পরীক্ষিত, ব্রহ্মশাপে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে স্বীয় মৃত্যু অবধারিত জানিয়া যিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়া পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ভগবৎ-কথা শ্রবণে নিবিষ্ট। আর বক্তা হইতেছেন—ব্যাসদেবের তপস্যা-লব্ধ সন্তান আজন্ম-বিরক্ত দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-গণসেবিত শ্রীশুকদেবগোস্বামী। ব্রজলীলা যদি কামক্রীড়াই হইত, তাহা হইলে পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরীক্ষিতও এই লীলার কথা শুনিতেন না এবং বিরক্ত-শিরোমণি শুকদেবও তাহা বর্ণনা করিতেন না।

আর, যিনি স্ত্রী-শব্দটী পর্য্যন্ত কখনও মুখে উচ্চারণ করিতেন না এবং কখনও শুনিতেও চাহিতেন না, যিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন—"গ্রাম্য কথা না বলিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে॥", সেই ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রজবধূদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলার রস আস্বাদন করিতেন। এই লীলা যদি কামক্রীড়াই হইত, তাহাহইলে কখনও প্রভু তাহা এইভাবে আস্বাদন করিতেন না।

এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়—গোপীপ্রেম ছিল কামগন্ধহীন, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, ত্রিভুবন-পাবন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশেষত্ব

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

(১) ভগবানের মাধুর্য্যের সংবাদ। সাধারণ লোক পাপীর শাস্তিদাতা-রূপেই ভগবান্‌কে জানিত; সুতরাং ভগবৎস্মৃতিতে অধিকাংশ লোকের মনেই একটা আতঙ্কের উদয় হইত। ইহার হেতু এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রায় প্রত্যেকেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যের চিত্রটাই জীবের সাক্ষাতে বিশেষরূপে ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের মাধুর্য্যের দিক্‌টা—তাঁহার রস-স্বরূপত্বের দিক্‌টা মনোমোহন-জাজ্বল্যমান্‌রূপে জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন এবং স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—"স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনন্ত-ঐশ্বর্য্যের অধিপতিই বটেন; কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যও তাঁহার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত; এই ঐশ্বর্য্যের প্রতি কণিকা, প্রতি অণু-পরমাণু মাধুর্য্যমণ্ডিত; তাই তাহাতে সঙ্কোচ নাই, ত্রাস নাই, জ্বালা নাই—আছে সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন স্নিগ্ধ-মধুর-জ্যোতি। পাপীর শাস্তিদাতারূপে ভগবান্‌কে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই; তাঁহার পক্ষে পাপের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনও হয় না; কারণ, তাঁহার স্মৃতি ও তাঁহার নামের স্মৃতির কথা তো দূরে, তাঁহার নামাভাসেই পাপ-তাপ দূরে পলায়ন করে। তাঁহার স্মৃতিতে জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনার মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়, চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়, জীব শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মুখে এই অভয়-বাণী প্রচারিত হইতেই জীবের চিত্ত হইতে যেন একটা গুরুভার প্রস্তর দূরে অপসারিত হইল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত হইল।

পরম-করুণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু আরও জানাইলেন—"ভগবানের মাধুর্য্যের তুলনা নাই, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি একটা আকর্ষণ যে, অন্যের কথা তো দূরে, স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ণকাম স্বয়ং ভগবানের চিত্তেও দুর্দ্দমনীয়া লালসা জন্মে।" আরও জানাইলেন—"ভগবানের কৃপায় জীবও তাঁহার সেবা করিয়া এই পরম-লোভনীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন করিতে পারে।" শুনিয়া জীবের চিত্তে লোভের সঞ্চার হইল, সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা জীব উপলব্ধি করিতে পারিল।

(২) অপূর্ব্ব কারুণিকত্বের সংবাদ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আরও জানাইলেন—"শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ।" ভগবানের করুণার কথা সকল দেশের সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার করুণার চরম-বিকাশের সীমার কথা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্বে আর কেহই জানান নাই—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব"—মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধার করা ভগবানের স্বভাব, তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। ভগবান্‌কে পাওয়ার নিমিত্ত জীবের যত না উৎকণ্ঠা, নিজেকে পাওয়াইবার নিমিত্ত ভগবানের তদপেক্ষা অনেক বেশী উৎকণ্ঠা; যেহেতু, জীব-নিস্তারই তাঁহার স্বভাব—এতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার বিকাশ। কলিহত জীবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভরসার কথা আর কি আছে? শ্রীমন্ মহাপ্রভুই জগতে এই ভরসার বাণী সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিলেন।

বাস্তবিক, জীব-নিস্তারের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই সচেষ্ট। মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; ময়াবদ্ধ জীবের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিও স্বতঃ স্ফুরিত হইতে পারে না; তাই পরমকরুণ ভগবান্ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিলেন। তাহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সময় সময় তিনি জীবকে উপদেশ দিয়া থাকেন; তাহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার একদিনে তিনি স্বয়ং একবার সপরিকরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া পরম-লোভনীয় সেবা-সুখকে জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করেন, ভজনের উপদেশ দেন এবং ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী করুণার কথা শুনিয়া এবং চক্ষুর সাক্ষাতে ভজনের চিত্তাকর্ষক আদর্শ দেখিয়া জীবের চিত্তে ভরসার উদয় হইল, লোভনীয় বস্তুটী লাভ করার নিমিত্ত জীব পরমোৎসাহে যত্নবান্ হইল।

(৩) উদারতা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতা বিশেষ প্রশংসনীয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অন্যান্য সাধন-পন্থার অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্ফলতা কীর্ত্তন করেন নাই। তাঁহারা বলেন, সকল সাধন-পন্থারই সফলতা আছে; তবে এই সফলতা এক রকম নহে। জ্ঞান-যোগাদিদ্বারাও ভগবদনুভব লাভ হইতে পারে; তবে সম্যক্ অনুভব লাভ করিতে হইলে ভক্তির অনুষ্ঠান আবশ্যক; কারণ, পরম-স্বতন্ত্র-ভগবান্ একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত, তিনি জ্ঞান-যোগাদির বশীভূত নহেন।

বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন-উপাস্য-স্বরূপকেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহারা বলেন—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাস্য-স্বরূপও মিথ্যা নহেন; তাঁহারা সকলেই সত্য; তবে তাঁহাদের সকলের মূল—শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব—স্বয়ং ভগবান।

বাস্তবিক, বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়-স্থাপনই বৈষ্ণবাচার্য্যদের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব। সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করাকেই সমন্বয় বলা যায় না, যথাযথ সামঞ্জস্য-বিধানেই সমন্বয়ের পর্য্যাপ্তি ও সার্থকতা। বাগানের যেখানে যে গাছটী শোভা পায়, সেখানে সে গাছটী রক্ষা করিলেই বাগানের সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা বৃদ্ধি পায়।

এই গেল অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি উদারতার কথা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধন-সম্বন্ধীয় উদারতাও অতুলনীয়। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥ দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান॥—চৈ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ॥" বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ; আবার হরি-ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণও শ্বপচাধম। বৈষ্ণব-মতে, ভগবদ্‌ভক্তিই জীবের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। যবন হরিদাস-ঠাকুর ভক্তি-প্রভাবে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন; স্বয়ং মহাপ্রভু হরিদাস-ঠাকুরের শব-দেহ কোলে লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, নিজে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার বিরহোৎসব করিয়াছিলেন। কত যবন, কত কোল-ভীল-আদি পার্ব্বত্য-জাতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সকলেরই যে কেবল ভজনের অধিকার আছে, তাহা নহে; পরন্তু ভজন করাইবার অধিকারও আছে। অন্য কোনও ধর্ম্মেই ব্রাহ্মণেতর জাতির আচার্য্যত্বের কথা প্রায় শুনা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্মে যোগ্য হইলে যে কোনও জাতির লোকই আচার্য্য হইতে পারেন। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ॥" ইহা কেবল কথার কথা নহে, এই বাক্যের অনুরূপ দৃষ্টান্তও আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যবন-হরিদাস দ্বারা নাম-প্রচার করাইয়াছেন; শূদ্র রামানন্দরায়-দ্বারা শাস্ত্র প্রচার করাইয়াছেন, ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছেন; গৃহী-রামানন্দের নিকটে সন্ন্যাসী হইয়া প্রভু নিজেও শাস্ত্রোপদেশ শুনিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তমদাস ছিলেন কায়স্থ, অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। শ্যামানন্দ-ঠাকুর ছিলেন সদ্‌গোপ, তাঁহারও অনেক ব্রাহ্মণ মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন।

(৪) ভজনাঙ্গের উপাদেয়তা। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভজনাঙ্গের উপদেশ দিলেন, তাহারও একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। জ্ঞান-যোগাদি-সাধনে সকলের অধিকার নাই; যাহাদের অধিকার আছে, তাহাদের পক্ষেও এ সকল প্রায়ই কষ্টসাধ্য। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু এমনি একটা ভজনের উপদেশ দিলেন—যাহা দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে অবলম্বনীয়; যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারে। এমন সার্ব্বজনীন, সদাতন ও সার্ব্বত্রিক ধর্ম্ম ইতঃপূর্ব্বে আর জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই।

এই সাধনের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে; এই সাধনে সময়-বিশেষে সামান্য একটু আয়াস স্বীকার করিতে হইলেও, ঐ আয়াসের মধ্যেই একটা অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দের সাড়া পাওয়া যায়; তাহাতেই সাধক সাধনে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন।

সাধারণ লোকের পক্ষে ত্যাগই বিশেষ কষ্টসাধ্য। ভক্তিমার্গে আয়াস-পূর্ব্বক ত্যাগ বিশেষ প্রশংসনীয় নহে; নারিকেল-গাছ স্বাভাবিক-গতিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে আপনা-আপনিই যেমন তাহার ডগাগুলি খসিয়া পড়ে, তাহাতে যেমন গাছের কোনও অনিষ্ট বা কষ্টই হয় না—তদ্রূপ, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে কৃষ্ণ-প্রীতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনিই বিষয়-বাসনা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে; আপনা-আপনিই ত্যাগ আসিয়া উপস্থিত হইবে; তজ্জন্য কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, জোর করিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্টকময় ত্যাগের আলিঙ্গন-কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

সাধন-ভক্তির মধ্যে শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ইহা আবার নিতান্ত সহজ-সাধ্যও। কারণ, শ্রীনাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে কোনওরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যে কোনও স্থানে যে কোনও সময়ে যে কোনও লোক শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তন করিতে পারে। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ॥"

গুণ-লীলানুসারে শ্রীভগবানর অনন্ত নাম; সকল নামে হয়তো সকলের রুচি হয় না; সকল নাম হয়তো সকলের বাসনা-সিদ্ধির অনুকূল বলিয়াও বিবেচিত হয় না। তাই বিভিন্ন লোক শ্রীভগবানের বিভিন্ন নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; কাহারও কীর্ত্তনই নিষ্ফল হয় না; কারণ, পরম-করুণ শ্রীভগবান্ সকল নামেই স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। "অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ * * সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ॥" সুতরাং যে কোনও লোকই যে কোনও ভাবে নাম-কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

শ্রীভগবানের অনেক নাম থাকিলেও এবং প্রত্যেক নামেরই অচিন্ত্য-শক্তি থাকিলেও সকল নাম-কীর্ত্তনের ফল সমান নহে। ভক্তি-শাস্ত্র বলেন—শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমাই সর্ব্বাধিক; কৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়, আনুষঙ্গিক-ভাবে সংসার ক্ষয় হয়। (নামমাহাত্ম্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

নামাপরাধ-বর্জ্জন-পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন করিতে হইবে; কারণ, অপরাধ জন্মিলে বহুবার নাম কীর্ত্তন করিলেও প্রেমোদয় হয় না। চিত্ত যদি নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই প্রেমোদয় হইতে

পারে। বহুবার নাম-কীর্ত্তন করিলেও যদি চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, নয়নে অশ্রু প্রবাহিত না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, চিত্তে অপরাধ আছে। তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মানুসারে নাম-কীর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—"যেরূপে করিলে নাম প্রেম উপজায়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০ পঃ॥"

অষ্টকালীয়-লীলাস্মরণ-পদ্ধতি বৈষ্ণবাচার্য্যদের একটা অপূর্ব্ব দান। ভজনের এমন সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা অন্য কোনও সম্প্রদায়ে আছে বলিয়া জানি না।

সকল সম্প্রদায়েই উপাস্যের স্মৃতি বিহিত এবং অষ্টপ্রহরই ঐ স্মৃতির ব্যবস্থা; এ বিষয়ে অপরের সঙ্গে বৈষ্ণবাচার্য্যদের পার্থক্য কিছু নাই; পার্থক্য কেবল স্মরণীয় বস্তুর স্বাভাবিক-চিত্তাকর্ষকতা-বিষয়ে। জ্ঞান-মার্গের উপাসক সর্ব্বদা ব্রহ্ম-চিন্তা করেন; যোগমার্গের উপাসক সর্ব্বদা পরমাত্মার চিন্তা করেন; কিন্তু ব্রহ্মের কোনও চিত্তাকর্ষক রূপ নাই; পরমাত্মার রূপ আছে, তাহা চিত্তাকর্ষকও বটে, কিন্তু তাঁহার কোনও লীলা নাই; সুতরাং এতাদৃশ চিন্তনীয় বিষয়ে কোনও বৈচিত্রীর অবকাশ নাই; অবশ্য যাঁহারা সাধনে উন্নত, যাঁহারা ভজনীয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বা পরমাত্মার চিন্তাতেও তাঁহারা আনন্দানুভব করিতে পারেন এবং ঐ আনন্দ-প্রভাবেই তাঁহাদের মনের নিবিষ্টতা রক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু সধারণ লোকের মন সর্ব্বদা বৈচিত্রীরই অনুসন্ধান করিয়া থাকে; বৈচিত্রীহীন বিষয়ে সাধারণ লোক মনকে অধিকক্ষণ নিবিষ্ট রাখিতে পারে না। তাই জ্ঞান-যোগমার্গের উপাস্য-স্মরণ লোকের তত চিত্তাকর্ষক হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যদের অষ্ট-কালীয়-লীলাস্মরণ-পদ্ধতি সর্ব্বসাধারণেরই চিত্তাকর্ষক। ব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলাই মাধুর্য্যে সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক—সকল ভগবৎ-স্বরূপের এবং লক্ষ্মীগণেরও চিত্তাকর্ষক। তাতে আবার অষ্টকালীয়-লীলা নানাবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ; এ সমস্ত বৈচিত্রী আবার জীব-চিত্তের অনুকূল। কারণ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নর-লীল; এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ-চিত্ত স্বচ্ছল-অবস্থাপন্ন লোক যাহা করিয়া থাকে, নর-লীল শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিনী লীলাও সাধারণতঃ তদনুরূপ। তাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুস্মরণ জীব-চিত্তের অনুকূল। আবার এই লীলা নানাবিধ চিত্তাকর্ষক-বৈচিত্রীপূর্ণ বলিয়া বৈচিত্রী-পিপাসু জীবচিত্ত সহজেই তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। এখানে জীব যেমন যথাবস্থিত-দেহে ঘর-সংসারের কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকে, লীলা-স্মরণেও প্রায় তদ্রূপ ঘর-সংসারের কাজ নিয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়; তবে পার্থক্য এই যে, এখানকার ঘর-সংসার মায়ার, সেখানকার ঘর-সংসার শ্রীকৃষ্ণের; এখানকার ঘর-সংসারের কাজে অবসাদ আছে, নিরানন্দ আছে,—শ্রীকৃষ্ণসংসারের কাজে—শ্রীকৃষ্ণ-লীলায়—অবসাদ নাই, নিরানন্দ নাই, আছে পূর্ণ আগ্রহ, বলবতী-সেবা-লালসা, আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উল্লাস। ইহাই লীলা-স্মরণ-পদ্ধতির পরমোপাদেয়তা ও সর্ব্বজনানুসরণ-যোগ্যতা।

(৫) ভগবানের সহিত নিকটতম-সম্বন্ধের সংবাদ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভজন-পন্থায় যে স্বরূপের সেবা পাওয়া যায়, তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকা নাই, আছে মাধুর্য্যের পরম-আকর্ষণ; গৌরব-বুদ্ধিতে দূরে সরিয়া যাইতে হয় না, নিতান্ত আপনজন-বোধে সর্ব্বদা তাঁহার অত্যন্ত নিকটে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তিনিও আগ্রহের সহিত সখারূপে, পুত্ররূপে, পতিরূপে তাঁহার ভক্তের প্রতি অজস্র প্রীতি-বর্ষণ করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার আচরণদ্বারা তাঁহার ভক্তকে জানাইয়া দেন—তাঁহার মতন পরম-আত্মীয়, তাঁহার মতন নিতান্ত আপন-জন জীবের আর কেহ নাই।

ভগবান্ সম্বন্ধে জীবের মদীয়তাময় ভাব শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব আবিষ্কার। "আমি ভগবানের"—এইরূপ তদীয়তাময় ভাব অপেক্ষা, "ভগবান্ আমার"—এইরূপ মদীয়তাময় ভাবই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ; ভক্তের নিকটে ভগবান্ কিরূপ আপন-জন, এই মদীয়তাময়-ভাবেই তাহা ব্যক্ত হইতেছে।

(৬) মাতৃভাষায় শাস্ত্র-প্রচার। যে ভাষায় লোক স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখের আলাপ করে, যে ভাষায় লোক হাসে, কাঁদে, গান করে—সেই প্রাণ-স্পর্শিনী মাতৃভাষাতেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভজন-সম্বন্ধীয়

অনেক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের গ্রন্থ সংস্কৃত-ভাষায়-লিখিত হইলেও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত। যাঁহারা তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে বিশেষ বিচারের অনুসন্ধান করেন, শ্রীরূপ-সনাতনাদির গ্রন্থালোচনা তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইতে পারে; কিন্তু ভজনার্থীর পক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই যথেষ্ট; ইহাতেই অবশ্য-জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্য অন্তরঙ্গ-সেবানুসন্ধিৎসু বৈষ্ণবের প্রতি মহাজনগণের এক অপূর্ব্ব দান। বাস্তবিক, ভজনের নিমিত্ত যাহা কিছু দরকার, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তৎ-সমস্তই বাঙ্গালা-গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছে। অর্চ্চনাঙ্গ ও দীক্ষামন্ত্রজপ ব্যতীত অপর কোনও ভজনাঙ্গেই সংস্কৃতের বড় সম্বন্ধ নাই; বাঙ্গালা-ভাষাতেই সমস্ত নির্ব্বাহিত হইতে পারে; সংস্কৃতের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করার ব্যর্থ প্রয়াসে সাধারণ লোককে হতাশ হইতে হয় না। ইহাই বোধ হয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-বিস্তৃতির একটা মুখ্য কারণ।

পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নানাবিধ পরমলোভনীয় বস্তুর সংবাদ জীবকে জানাইয়া গেলেন; তাহা পাইবার সহজ এবং চিত্তাকর্ষক উপায়ও বলিয়া দিলেন।

জ্যোতিষের গণনা

প্রবন্ধে উল্লিখিত জ্যোতিষের গণনাগুলি এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমাদের পঞ্জিকার মতে এক বৎসরে ৩৬৫.২৫৮৭ দিন। এক চান্দ্র মাসে গড়পড়তা ২৯.৫৩০৫ দিন।

সূর্য্যকে গতিহীন মনে করিয়া সূর্য্য হইতে ১২° ডিগ্রি দূরে যাইতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, তাহাকে বলে এক তিথি; সূর্য্যেরও গতি আছে, দিনে প্রায় এক ডিগ্রি—চন্দ্র যে দিকে যায়, সেই দিকে। বিভিন্ন রাশি অতিক্রম করিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল (সংখ্যাগুলি দিনবাচক):—

রাশি	দিন	রাশি	দিন
মেষ	২.৪৪২৫৯৭	তুলা	২.১২৭৫৪১
বৃষ	২.৪৯০৩৭০	বৃশ্চিক	২.০৯৭৫৬৪
মিথুন	২.৪৬৮৩১৪	ধনু	২.১১১৪০৭
কর্কট	২.৩৮৯১৪৩	মকর	২.১৬২৭১৭
সিংহ	২.২৮২৩৯৮	কুম্ভ	২.২৪৪১৫৭
কন্যা	২.১৯১০০৯	মীন	২.৩৪৫৩৯৮
	১৪.২৬৩৮৩১		১৩.০৮৮৭৮৪

সমষ্টি = ২৭.৩৫২৬১৫ ... ...

বিভিন্ন মাসের পরিমাণও দিনবাচক সংখ্যায় নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মাস	দিন	মাস	দিন
বৈশাখ	৩০.৯৪৬৩৯	কার্ত্তিক	২৯.৮৮১৯৪
জ্যৈষ্ঠ	৩১.৪২৬৬৭	অগ্রহায়ণ	২৯.৪৮৪১৭
আষাঢ়	৩১.৬৪১৯৪	পৌষ	২৯.৩২০২৮
শ্রাবণ	৩১.৪৬৫৮৩	মাঘ	২৯.৪৫৬৯৪
ভাদ্র	৩১.০০৫২৮	ফাল্গুন	২৯.৮৩৪৭২
আশ্বিন	৩০.৪২৭২২	চৈত্র	৩০.৩৬৭৫০
	১৮৬.৯১৩৩৩		১৭৮.৩৪৫৫৫

সমষ্টি = ৩৬৫.২৫৮৮৮ দিন

১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইয়াছে বৃহস্পতিবার বেলা দং ১২। ৪৮ পলের সময়; সেই দিনের অবশিষ্ট রহিয়াছে দং ৪৭। ১২ পল; অর্থাৎ মেষ-সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় ৪৭। ১২ পল বা .৭৮৬৭ দিন।

১৮৫৫ শকের ১১ই বৈশাখ দং ৪৪। ৩১। ২০ বিপল পর্য্যন্ত অমাবস্যা; সুতরাং ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ১০.৭৪২০৩ দিন পরে অমাবস্যা শেষ।

উল্লিখিত বিষয়গুলিই পরবর্ত্তী গণনার ভিত্তি।